# হংসদূতম্।

(সানুবাদম্)

শ্রীমদ্রূপগোস্বামিনা বিরচিতম্।

পণ্ডিতবর-শ্রীকালীপ্রসন্ন-বিদ্যারত্নেনানুবাদিতম্।

১১৫।২ সংখ্যক-গ্রেষ্ট্রীটস্থ-ভবনাৎ

শ্রীউপেন্দ্রনাথ-মুখোপাধ্যায়েন

প্রকাশিতম্।

দ্বিতীয়-সংস্করণম্।

কলিকাতারাজধান্যাং

১১৫।২ সংখ্যক-গ্রেষ্ট্রীটস্থ-নূতন-কলিকাতাখ্য-যন্ত্রে

শ্রীপূর্ণচন্দ্রমুখোপাধ্যায়েন মুদ্রিতম্।

শকাব্দাঃ ১৮২৫।

মূল্য ॥০ আট আনা।
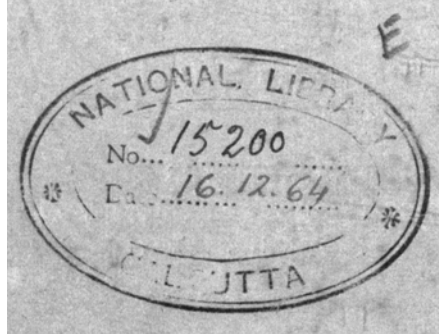
সানুবাদ-

# হংসদূতম্

শ্রীমদ্রূপগোস্বামিনা বিরচিতম্।

পণ্ডিতবর-শ্রীকালীপ্রসন্নবিদ্যারত্নানুবাদিতম্।

( ১১৭।২ সংখ্যকগ্রেষ্ট্রীটতঃ )

শ্রীউপেন্দ্রনাথ-মুখোপাধ্যায়েন

প্রকাশিতম্।

দ্বিতীয় সংস্করণম্

কলিকাতারাজধান্যাং

১১৭।২ সংখ্যকগ্রেষ্ট্রীটস্থ-নূতন-কলিকাতাখ্য-যন্ত্রে

শ্রীপূর্ণচন্দ্রমুখোপাধ্যায়েন মুদ্রিতম্।—

শকাব্দাঃ ১৮২১।

1903

মূল্য ॥০ আট আনা।

# হংসদূতম্।

শ্রীশ্রীরাধারমণায় নমঃ।

দুকূলং বিভ্রাণো দলিতহরিতালদ্যুতিহরং,
জবাপুষ্পশ্রেণীরুচিরুচিরপাদাম্বুজতলঃ।
তমালশ্যামাঙ্গো দরহসিতলীলাঙ্কিতমুখঃ,
পরানন্দাভোগঃ স্ফুরতু হৃদি মে কোপি পুরুষঃ॥ ১

গ্রন্থরচনায় পূর্ব্বে অভীষ্ট-দেবতার উপাসনা করা উচিত, এই হেতু কাব্যকর্ত্তা স্বীয় অভীষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণকে উপাসনা করিতেছেন।—যিনি দীপ্তিবিশিষ্ট পীতবাস পরিধান করেন, যাঁহার চরণতল জবাকুসুমবৎ সুরম্য এবং যাঁহার বদনপঙ্কজ মন্দ মন্দ হাস্য দ্বারা অনির্ব্বচনীয় নিরতিশয় শোভা সম্পাদন করিতেছে, সেই নিত্যানন্দ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ আমার হৃদয়ে প্রকাশিত থাকুন্। ১।

যদা যাতো গোপীহৃদয়মদনো নন্দসদনা-
ন্মুকুন্দো গান্ধিন্যাস্তনয়মনু বিন্ধন্মধুপুরীং।
তদা মাঙ্ক্ষীচ্চিন্তাসরিতি ঘনঘূর্ণাপরিচয়ৈ-
রগাধায়াং বাধাময়পয়সি রাধা বিরহিণী॥২॥

অধুনা গ্রন্থকর্ত্তা হরিবিরহিণী গোপিকাদিগের অবস্থা বর্ণন করিতেছেন।—যে দিন গোপীকুলের হৃদয়ানন্দকর হরি গান্ধিনীপুত্র অক্রূরের সঙ্গে নন্দরাজার গৃহ হইতে মথুরায় গমন করিয়াছেন; তদবধি রাধিকা কৃষ্ণবিরহে বিহ্বলা হইয়া বিরহ-বারিপূর্ণ চিন্তাসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছেন। ২।

কদাচিৎ খেদাগ্নিং বিঘটয়িতুমন্তর্গতমসৌ,
সহালীভির্লেভে তরলিতমনা যামুনতটীং।
চিরাদস্যাশ্চিত্তং পরিচিতকুটীরাবকলনা-
দবস্থাং তস্যাবিস্ফুটমথ সুষুপ্তেঃ প্রিয়সখীং॥ ৩॥

একদিন শ্রীমতী রাধা মানসিক চঞ্চলতায় ব্যাকুল হইয়া চিত্তগত বিরহদুঃখাগ্নি নির্ব্বাপণার্থে স্বীয় প্রিয়সহচরীগণের সঙ্গে যমুনাতীরে গিয়াছিলেন; কিন্তু তথায় পূর্ব্বপরিচিত কেলিকুটীর সন্দর্শন করিয়া তাঁহার চিত্ত সুষুপ্তির অবস্থারূপ প্রিয় সখীর স্মরণ লইল; অর্থাৎ তিনি মূর্চ্ছিত হইলেন। ৩।

তদা নিস্পন্দাঙ্গী কলিতনলিনীপল্লবকুলৈঃ,
পরীণাহাৎ প্রেমাসকুশলশতাশঙ্কিহৃদয়ৈঃ।
দৃগন্তোগম্ভীগীকৃতমিহিরপুত্রীলহরী ত-
র্ব্বিণীনা নালীনামুপরি পরিবব্রে পরিজনৈঃ॥ ৪॥

তখন শ্রীমতীর প্রিয়সহচরীরা নিস্পন্দ-কলেবরা রাধাকে মৃণালশয্যার উপরে রাখিয়া সমন্তাৎ পরিবেষ্টন পূর্ব্বক নলিনীপত্র দ্বারা বীজন করিতে আরম্ভ করিল এবং স্নেহাধিক্য নিবন্ধন নিয়ত সখীগণের মনে অশুভ আশঙ্কা হইতে লাগিল; সখীরা এই প্রকার উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে লাগিল যে, তাহাদের অশ্রুজল দ্বারা যমুনার তরঙ্গ প্রবল হইয়া উঠিল। ৪।

ততস্তাং ন্যস্তাঙ্গীমুরসি ললিতায়াঃ কমলিনী-
পলাশৈঃ কালিন্দীসলিলশিশিরৈর্ব্বীজিততনুং।
পরাবৃত্তশ্বাসাঙ্কুরকলিতকণ্ঠীং কলয়তাং,
সখীসন্দোহানাং প্রমদভরশালি ধ্বনিরভূৎ॥ ৫॥

তৎপরে শ্রীমতীকে ললিতার বক্ষঃস্থলে স্থাপন পূর্ব্বক যমুনাসলিল-সিক্ত পদ্মপত্র দ্বারা মুহুর্মুহুঃ ব্যজন করিতে লাগিল, তখন রাধার কণ্ঠদেশে কিঞ্চিৎ শ্বাসপ্রশ্বাস বহিতে লাগিল। সহচরীরা তাহা দেখিয়া শ্রীমতী কিঞ্চিৎ সুস্থা হইয়াছেন মনে করিয়া হর্ষে মগ্ন হইল এবং উচ্চৈঃস্বরে আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। ৫।

নিধায়াঙ্কে পঙ্কেরুহদলবিটঙ্কস্য ললিতা,
ততো রাধাং নীরাহরণসরণৌ ন্যস্য চরণৌ।
মিলন্তং কালিন্দীপুলিনভুবি খেলাঞ্চিতগতিং,
দদর্শাগ্রে কঞ্চিন্মধুরবিরুতং শ্বেতগরুতং॥ ৬॥

পরে ললিতা রাধাকে পদ্মপত্রময়ী শয্যার উপরি রাখিয়া চঞ্চলমনে চারিদিকে নেত্রপাত করিতেছে, এমন সময় সহসা তাহাদের সম্মুখে যমুনা-পুলিনে মধুররবে নৃত্য করিতে করিতে একটী শুভ্রবর্ণ পক্ষী উপস্থিত হইল। সেই পক্ষীটী যমুনার জলাহরণস্থানে চরণ সঞ্চালন করিয়া মন্দ মন্দ গতিতে তাহাদের সমীপে আসিয়া মিলিত হইল। ৬।

তদালোকস্তোকোচ্ছ্বসিতহৃদয়া সাদরমসৌ,
প্রণামং শংসন্তি লঘুলঘু সমাসাদ্য সবিধং।
ধৃতোৎকণ্ঠা সদ্যো হরিসদসি সন্দেশহরণে
বরং দূতং মেনে তমতিললিতং হন্ত ললিতা॥ ৭॥

ললিতা সেই মনোহর পক্ষীটীকে দেখিয়া কিঞ্চিৎ প্রফুল্লচিত্তে সাদর প্রণতি করিয়া এবং তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত ঔৎসুক্যের বশবর্ত্তিনী হইয়া ধীরে ধীরে তৎসমীপে গমনে উদ্যত হইল। তাহার মনে ধারণা হইল যে, পক্ষীই মথুরাতে কৃষ্ণের সভায় গমন পূর্ব্বক আমাদের এই সমস্ত দুঃখ-বৃত্তান্ত আবেদন করিবে। ৭।

অমর্ষাৎ প্রেমের্ষ্যাং সপদি দধতী কংসদমনে,
প্রবৃত্তা হংসায় স্বমভিলষিতং শংসিতুমসৌ।
ন তস্যা দোষে২য়ং যদি চ বিহগং প্রার্থিতবতী,
ন কস্মিন্ বিশ্রম্ভং দিশতি হরিভক্তিপ্রণয়িতা ॥ ৮ ॥

সেই বিহগবরকে দেখিয়া ললিতার মনে কংসধ্বংসকারী শ্রীকৃষ্ণে প্রেমের্ষা জন্মিল এবং আপনাদিগের দুঃখবৃত্তান্ত ঐ পক্ষীর নিকট কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্তা হইল। কৃষ্ণভক্তি-প্রণয় গোপীগণের এইরূপ দশা করিয়াছিল যে, তাহারা পক্ষীর নিকট আপনাদিগের চিত্তগত বেদনা নিবেদন করিতে প্রবৃত্ত হইল। কাহারও প্রতি তাহাদের অবিশ্বাস ছিল না, যাহাকে পাইত, তাহার সকাশেই দুঃখ প্রকাশ করিত। ৮।

পবিত্রেষু প্রায়ো বিরচয়সি তোয়েষু বসতিং,
প্রমোদং নালীকে বহসি বিষদাত্মা স্বয়মসি।
ততো২হং দুঃখার্ত্তা শরণমবলা ত্বাং গতবতী,
ন যাচ্ঞা সৎপক্ষে ব্রজতি হি কদাচিৎ বিফলতাং ॥ ৯ ॥

অনন্তর ললিতা হংসকে সম্বোধন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, হে পক্ষীরাজ হংস! তুমি নিয়ত পবিত্র নির্ম্মল সলিলে বাস করিয়া মৃণালে আমোদ উপভোগ কর; তোমার শরীর ও আত্মা অতিবিষদ; এই সকল দর্শনে আমি তোমাকে অতীব মহানুভব জ্ঞানে তোমার আশ্রয় লইলাম, আমাকে আশ্রয় দেও। আমি জানি, মহাশয় ব্যক্তিগণের সকাশে প্রার্থনা করিলে, তাহা কদাচ নিষ্ফল হয় না ॥ ৯ ॥

চিরং বিস্মৃত্যাস্মান্ বিরহদহনজ্বালবিকলাঃ,
কলাবান্ সানন্দং বসতি মথুরায়াং মধুরিপুঃ।
তদেতং সন্দেশং স্বমনসি সমারোপ্য নিখিলং,
ভবান্ ক্ষিপ্রং তস্য শ্রবণপদবীং সঙ্গময়তু ॥ ১০ ॥

হে পক্ষিন্! সেই কপটী মধুসূদন হরি আমাদিগকে বহুকাল বিস্মৃত হইয়া মথুরানগরে মহাসুখে অবস্থিতি করিতেছেন। আমরা সর্ব্বদা বিরহাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছি; তুমি আমাদের এই সমস্ত দুঃখের কথা মনে করিয়া আশু মথুরাতে গমন কর এবং আমাদের এই দুঃখ-বৃত্তান্ত হরির কর্ণগোচর কর ॥ ১০ ॥

নিরস্তপ্রত্যূহং ভবতু ভবতো বর্ত্মনি শিবং,
সমুত্তিষ্ঠ ক্ষিপ্রং মনসি মুরমাথায় সদয়ং।
অধস্তাদ্ধাবন্তো মুহুরুপরি সমুত্তানময়নৈ-
র্ভবন্তং বীক্ষন্তাং কুতুকতরলা গোপশিশবঃ ॥ ১১ ॥

হে বিহগ! তোমার মথুরা-গমনের পথে কল্যাণ হউক, তুমি নিরাপদে গমন কর। আমাদিগের প্রতি কৃপা করিয়া ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করিও না; পুলকিত-মনে গগনপথে উড্ডীন হও, আমোদচঞ্চল গোপশিশুগণ তোমার নিম্নদেশে ধাবমান হইয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে তোমাকে দর্শন করুক্‌॥ ১১॥

কিশোরোঽস্বংসোঽসৌ কঠিনমতিনা দানপতিনা,
যয়া নিন্যে তূর্ণং পতগ রমণীজীবিতপতিঃ।
ত্বয়া গন্তব্যা তে নিখিলজগদেকপ্রথিতয়া
পদব্যা ভব্যানাং তিলক কিল দাসার্হনগরী॥ ১২॥

হে পতগপতে! পথ জানিবার জন্য তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। নির্দ্দয় অক্রূর যে পথে আমাদের প্রাণনাথ নবযৌবনশালী শ্রীহরিকে আশুগতিতে মথুরায় লইয়া গিয়াছে, তুমি সকলমঙ্গলালয় সেই জগদ্বিদিত পথে মথুরায় প্রস্থান কর।১২।

গলদ্বাষ্পাসারপ্লুতধবলগণ্ডা মৃগদৃশো,
বিদূয়ন্তে যত্র প্রমদমদনাবেশবিবশাঃ।
ত্বয়া বিজ্ঞাতব্যা হরিচরণসঙ্গপ্রণয়িনো,
ধ্রুবং সা চক্রাঙ্কী রতিসখশতাঙ্গস্য পদবী॥ ১৩॥

হে পক্ষিন্! তুমি যদি বল, আমি তোমাদের কথিত পথ কি প্রকারে অবগত হইব? সুতরাং আমরা তোমাকে সেই পথের চিহ্ন নির্দ্দেশ করিতেছি। যে পথে গোপিকার অশ্রুজলাধারায় অভিষিক্তা ও কামমদে পাগলিনীর ন্যায় বিবশা হইয়া বিলাপ করিতেছে এবং গোপশিশুরা হরিপদকামনায় কৃষ্ণানুসন্ধান করিতেছে, আর হরির রথচক্রের চিহ্ন আছে, সেই পথেই অক্রূর কৃষ্ণকে লইয়া মথুরায় গমন করিয়াছে, তুমিও সেই পথে মধুপুরী যাইবে।১৩।

পিবন্ জম্বুশ্যামং শিশিরচ্ছবিতুর্ব্বারি মধুরং,
মৃণালীর্ভুঞ্জানো হিমকরকলাকোমলরুচঃ।
ক্ষণং কৃষ্ণস্তিষ্ঠন্নিবিড়বিটপে শাখিনি সখে,
সুখেন প্রস্থানং রচয়তু ভবান্ বৃষ্ণিনগরে॥ ১৪॥

হে সখে! তুমি জম্বুবৎ নীলবর্ণ যমুনার সুমধুর বারি পান করিয়া এবং অমৃতবৎ কোমলরুচি এই পদ্মমৃণালভক্ষণে প্রীত হইয়া ক্ষণকাল নিবিড়চ্ছায় বৃক্ষে বিশ্রামসুখ অনুভব পূর্ব্বক তথায় গমন কর।১৪।

বলাদাক্রন্দন্তী রথপথিবযক্রূ রমিলিতং,
বিদূরাদাভীরীততিরনুযযৌ যেন রমণং।
তমাদৌ পন্থানাং রচয় চরিতার্থা ভবতু তে,
বিরাজন্তী সর্ব্বোপরিপরমহংসস্থিতিরিয়ং॥ ১৫॥

হে পক্ষিন্‌! যে অক্রূর আমাদিগের প্রাণনাথকে রথে আরোহণ করাইয়া গমন করিল, গোপিকারা দূর হইতে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে তাহার অনুসরণ করিয়াছিল, তুমি প্রথমে সেই পথে গমন করিয়া আমাদের প্রাণবল্লভকে এই দুঃখ বিবরণ জানাইও; ইহা করিলে তোমার অলৌকিকী কীর্ত্তি বিশ্বব্যাপ্ত হইবে। ১৫।

অকস্মাদস্মাকং হরিরপহরন্নংশুকভরং,
যমারূঢ়ো গূঢ়প্রণয়লহরীঃ কন্দলয়িতুং।
তবাশ্রান্তস্যান্তঃস্থগিতরবিবিম্বঃ কিসলয়ৈঃ,
কদম্বঃ কাদম্ব ত্বরিতমবলম্বঃ স ভবিতা ॥ ১৬ ॥

হে কাদম্ব! আমাদিগের প্রাণনাথ শ্রীহরি যে কদম্বতরুতে আরোহণ করিয়া আভীরীগণের নিগূঢ়-প্রেমপ্রকাশনস্থলে বসনসকল অপহরণ করিতেন, সেই নবকিসলয়ে পূর্ণ ঘনচ্ছায় কদম্বতরু তোমার বিশ্রামসুখভোগের স্থান হইবে। যদি তুমি মধুপুরী-গমনে অত্যন্ত কায়ক্লেশ অনুভব কর, তবে ঐ কদম্বতরুতে আরোহণ করিয়া শ্রান্তিদূর করিও। ১৬।

কিরন্তী লাবণ্যং দিশি দিশি শিখণ্ডস্তবকিনী,
দধানা সাধীয়ঃ কনকবিমলদ্যোতিবসনং।
তমালশ্যামাঙ্গী সরলমুরলীচুম্বিতমুখী,
জগৌ চিত্রং যত্র প্রকটপরমানন্দলহরী ॥ ১৭ ॥

সেই কদম্বতরুতে শ্যামকায়া ময়ূরী স্বীয় দেহশোভায় চতুর্দ্দিক্‌ শোভিত করিয়া মধুরস্বরে গান করিত, সেই ময়ূরীকে দেখিলে বোধ হইত যেন, সুরম্য কাঞ্চন-বসন পরিধান করিয়া পরম আনন্দ প্রকাশ করিতেছে এবং তাহার স্বরসঞ্চার শ্রবণ করিলে সকলেই ভাবিত, ময়ূরী যেন বংশীনাদ করিতেছে। ১৭।

তয়া ভূয়ঃ ক্রীড়ারভসবিকসদ্বল্লববধূ-
বপুর্ব্বল্লী ভ্রশ্যন্মৃগমদকণশ্যামলিকয়া।
বিধাতব্যো হল্লীশকদলিতমল্লীলতিকয়া,
সমস্তাহ্লাদস্তব মনসি রাসস্থলিকয়া ॥ ১৮ ॥

হে বিহগ! যেস্থানে হরি রাসকেলি করিতেন, সেই স্থান হরিপ্রেমে পুলকিত-মানসা গোপীকুলের অঙ্গরাগস্থিত মৃগমদকণা ক্ষরণে গাঢ় নীলবর্ণ হইয়া উজ্জ্বল শোভারাশি বিস্তার করিতেছে, ঐ স্থলের রমণীরা মণ্ডলাকারে নৃত্য করিত, তাহাতে মালতীলতা চূর্ণিত হইয়া সমস্ত শোভমান রহিয়াছে তুমি ঐ ক্রীড়াভূমি নিরীক্ষণ করিলে পরম মানসিক সুখ বোধ করিতে পারিবে। ১৮।

তদন্তে রাসস্থলীবিরচিতমনঙ্গোৎসবকলা,
চতুঃশালং শৌরেঃ স্ফুরতি ন দৃশৌ তত্র বিকিরেঃ।
তদালোকোদ্ভিদিপ্রমদভরবিস্মারিতগতি-
ক্রিয়ে জাতে তাবত্ত্বয়ি বত হতা গোপবনিতা ॥ ১৯ ॥

সেই রাসক্রীড়াভূমির সন্নিধানে মাধবীলতানির্ম্মিত হরির কেলিমণ্ডপ শোভমান আছে, তুমি তাহাতে নেত্রপাত করিও না, যদি একবার ঐ ক্রীড়ামণ্ডপ নেত্রগোচর হয়, তবে তোমার চিত্তে অভূতপূর্ব্ব হর্ষ উদ্গত হইবে। তুমি আর তথা হইতে পদমাত্র চলিতে পারিবে না; মথুরাগমন ভুলিয়া তোমাকে তথায় থাকিতে হইবে; সুতরাং আমরা হরিবিরহে জীবন ত্যাগ করিবে। ১৯।

সমস্তাদর্থানাং ক্ষতিরিহ বিলম্বাদ্যদপি তে,
বিলোকেথাঃ সর্ব্বং তদপি হরিকেলিস্থলমিদং।
তবেয়ং ন ব্যর্থা ভবতু শুচিতকেঃ স হি সখে,
গুণো যশ্চ নুরদ্বিষি মতিনিবেশায় ন ভবেৎ ॥ ২০ ॥

হে বিহগ! তুমি সেই কৃষ্ণকেলিভূমি দর্শন করিলে যদিও তোমার ক্ষণকাল বিলম্ব হওয়াতে আমাদিগের কার্য্যক্ষতি হয়, তথাপিও উহা দেখিও; তাহাতে তোমার চিত্তের বিলক্ষণ পবিত্রতা জন্মিবে। যে গুণ হরিপ্রেমে অনুরক্ত না হয়, তাহা বৃথা, সে গুণ থাকা না থাকা সমান। ২০।

সকৃদ্বংশীনাদশ্রবণমিলিতাভীরবনিতা,
রহঃক্রীড়াসাক্ষী প্রতিপদলতাসঙ্গসুভগঃ।
স ধেনূনাং বন্ধুর্মধুমথনখট্টায়িতশিলঃ,
করিষ্যত্যানন্দং সপদি তব গোবর্দ্ধনগিরিঃ ॥ ২১ ॥

যে গিরিবর একবার বংশীনাদ শ্রবণে সমবেত গোপীকুলের নির্জ্জন-বিহারের সাক্ষীস্বরূপ, যাহাতে লতারাজী লীন থাকিয়া পরম শোভা বিস্তার করিতেছে, যেস্থানে ধেনুসমূহ সুখস্বচ্ছন্দে তৃণাদি ভোজন করে; শ্রীকৃষ্ণ যে পর্ব্বত মধ্যে শিলাপর্য্যঙ্কে শয়ন করিতেন, সেই গোবর্দ্ধন পর্ব্বত দেখিলে তোমার চিত্তে পরম আনন্দ সঞ্চার হইবে। ২১।

তমেবাদ্রিং চক্রাঙ্কিতকরপরিষ্বঙ্গরসিকং,
মহীচক্রে শঙ্কে মহি শিখরিণাং শেখরতয়া।
অরাতিং জাতীনাং ননু করিকয়ং যঃ পরিভবন্,
যথার্থং স্বং নাম ব্যধিত ভুবি গোবর্দ্ধন ইতি ॥ ২২ ॥

আমাদের বোধ হয়, চক্রপাণি হরির করধৃত সেই গোবর্দ্ধন পর্ব্বত সমস্ত

পর্ব্বতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ঐ গোবর্দ্ধন জাতিশক্র ইন্দ্রকে পরাস্ত করিয়া স্বীয় গোবর্দ্ধন নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে। ২২।

তমালস্যালোকাৎ গিরিপরিসরে সন্তি চপলাঃ,
পলিন্দ্যো গোবিন্দস্মরণরভসোত্তপ্তবপুষঃ।
শনৈস্তাসাং তাপং ক্ষণমপনয়ন্ যাস্যতি ভবা-
নবশ্যং কালিন্দীসলিলশিশিরৈঃ পক্ষপবনৈঃ॥ ২॥

সেই পর্ব্বতপ্রান্তে কিরাতনারীরা তমালদর্শনে চপলচিত্তা হইয়া অবস্থান করিতেছে এবং সর্ব্বদা গোবিন্দ গোবিন্দ এই নাম স্মরণ করাতে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ অতীব সন্তপ্ত হইয়াছে, তুমি তথায় যাইলে যমুনাবারি হিল্লোলে স্নিগ্ধ তোমার পক্ষবায়ুতে ক্ষণমধ্যেই তাহাদের দেহতাপ বিনষ্ট হইয়া যাইবে। ২৩।

তদন্তে শ্রীকান্তস্মরসমরবাটী পুলকিতা,
কদম্বানাং বাটী রসিকপরিপাটী স্ফুরয়তি।
ত্বমাসীনস্তস্যাং ন যদি পরিতো নন্দসি ততো,
বভূব ব্যর্থা তে ঘনরসনিবাসব্যসনিতা॥ ২৪॥

সেই গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের প্রান্তদেশে কমলানাথের অনঙ্গোৎসবার্থ নিকুঞ্জভবন সুশোভিত আছে, তন্মধ্যে রসিক ব্যক্তির সুখসেব্য কদম্বগৃহ সকল মনোহর শোভা বিস্তার করে। তাহা দেখিয়া কাহার চিত্তে আনন্দের উদয় না হয়? হে বারিচর! তুমি সেই কদম্বভবনে উপবেশন করিলে বিলক্ষণ সুখানুভব করিতে পারিবে, নতুবা তোমার ক্রীড়া চাতুর্য্য বিফল। ২৪।

শরন্মেঘশ্রেণী প্রতিভটমরিষ্টাসুরশির-
শ্চিরঃ শুষ্কং বৃন্দাবনপরিসরে দ্রক্ষ্যতি ভবান্।
যদারোঢ়ুং দূরান্নিপতি কিল কৈলাসশিখর-
ভ্রমাক্রান্তস্বান্তো গিরিশসুহৃদঃ কিঙ্করগণাঃ॥ ২৫॥

হে হংস! দেখিতে পাইবে, বৃন্দাবনের প্রান্তদেশে চিরশুষ্ক, শরৎকালীন জলদশ্রেণীর ন্যায় ধবলবর্ণ, অরিষ্টাসুরের মস্তক পতিত রহিয়াছে। শিবসখা কুবেরের ভৃত্যগণ দূর হইতে উহা দেখিয়া কৈলাসগিরিভ্রমে আরোহণোৎসুক হইয়া উহার সমীপে উপস্থিত হয়। ২৫।

রুবন্ যাহি স্বৈরং চরমদশয়া চুম্বিতরুচো,
নিতান্তং ন্যো বৃন্দাবনভুবি সখে সন্তি বহবঃ।
পরাবর্ত্তিষ্যন্তে তুলিতমুরজিন্নূপুররবা-
ত্তবাধ্বানাত্তাসাং বহিরপি গতাঃ ক্ষিপ্রমসবঃ॥ ২৬॥

হে হংস! তুমি মধুরনাদে শব্দ করিতে করিতে মথুরায় যাও। এই বৃন্দাবনবাসিনী গোপীকারা পতি বিরহে দশম দশায় উপস্থিত হইয়াছে। তাহাদিগকে

দেখিলে জীবিত বলিয়া বোধ হয় না। তোমার মধুরনাদ শুনিলে হরির কণ্ঠ-ধ্বনি জ্ঞান করিয়া তাহাদের প্রাণ যদিও বহির্গত হইয়া থাকে, তথাপি পুনরায় কলেবরে প্রত্যাগমন করিবে। ২৬।

তমাসীনঃ শাখান্তরমিলিতচণ্ডদ্যুতি সুখং,
দবীয়ো ভাণ্ডীরে ক্ষণমপি ঘনশ্যামলরুচৌ।
ততো হংসং বিভ্রন্নিখিলনভসশ্চিক্রমযয়া,
স বাৰ্দ্ধিষ্ণুং বিষ্ণুং কলিতদরচক্রং তুলয়িতা॥ ২৭॥

হে হংস! তুমি ভাণ্ডীর কাননে ক্ষণকাল উপবেশন করিবে, তথায় নীলকান্তি ভাণ্ডীর শাখায় সূর্য্যরশ্মি পতিত হইয়া বিলক্ষণ শোভা সম্পাদন করিতেছে, তুমি সেই কাননে কিয়ৎকাল উপবেশন করিলে তোমার বিপুল আনন্দবোধ হইবে। পরে যখন তুমি গগনপথে উড্ডীন হইয়া সূর্য্যলোকে যাইবে, তখন তোমাকেই শঙ্খচক্রপাণি হরি বলিয়া সকলের অনুমান হইবে। ২৭।

ত্বমষ্টাভির্নেত্রৈর্বিগলদমলপ্রেমসলিলৈ-
র্মুহুঃ সিক্তস্তস্য চতুর চতুরাস্যস্থিতিভুবং।
জিহীর্ষা বিখ্যাতাং স্ফুটমিহ ভবত্বাঙ্কবরথ,
প্রবিষ্টং মংস্যন্তে বিধমটবিদেব্যস্তুরি গতে। ২৮॥

হে চতুরচূড়ামণে! যেখানে ব্রহ্মার নয়নক্ষরিত বিমল প্রেমধারায় তৃণগুচ্ছ অভিষিক্ত হইতেছে, তুমি সেই বিদিত ব্রহ্মধামে গমন করিলে বনদেবগণ মনে করিবেন যে, হংসবাহন ব্রহ্মা উপস্থিত হইলেন। ২৮।

উদঞ্চন্নেত্রান্তঃ প্রসরলহরীপিচ্ছিলপদ-
স্খলৎপাদন্যাসপ্রণিহিতবিলম্বাকুলধিয়ঃ।
হরৌ যস্মিন্নন্দে ত্বরিতযমুনাকূলগমন-
স্পৃহা ক্ষিপ্তা গোপ্যো যধুরমুপদং কামপি দিশং॥ ২৯

শ্রীহরি গোপীগণের পক্ষে বাম হইয়াছেন। গোপিনীরা যমুনাতীরে কৃষ্ণকে দেখিতে পাইবে, এই বাসনায় দ্রুতগতিতে গমন করে, কিন্তু তাহাদের নেত্রজলে পথ পিচ্ছিল হওয়াতে প্রতিপদেই চরণস্খলন হয়, কোনরূপে স্থিরভাবে গমন করিতে সমর্থ হয় না। ২৯।

মুহুর্লাস্যক্রীড়াপ্রমদমিলদাহোপুরুষিকা,
বিকাশেন ভ্রষ্টৈঃ ফণিমণিকুলৈর্ধূমলরুচৌ।
পুরস্তস্মিন্নীপদ্রুমকুসুমকিঞ্জল্কসুরভৌ,
ত্বয়া পুণ্যে পেয়ং মধুরমুদকং কালিহ্রদে। ৩০।

মুরারি কালীয় সর্পের মস্তকোপরি মদভরে নৃত্য করিতেন, তাহাতে ঐ সর্পের ফণাস্থিত মণি স্খলিত হওয়াতে হ্রদজল নীলবর্ণ হইয়াছে। হে হংস! তুমি তট-বর্ত্তী কদম্বপুষ্পের কিঞ্জল্কসৌরভে সুগন্ধি সেই মহাতীর্থ কালীয়হ্রদের স্বাদু জল পান করিবে।৩০।

তৃণাবর্ত্তারাতের্বিরহদবসন্তাপিততনোঃ,
সদাভীরীবৃন্দপ্রণয়বহুমানোন্নতিবিদঃ।
বিধাতব্যো নব্যস্তবকভরসংবর্দ্ধিতরুচ-
স্বয়া বৃন্দাদেব্যাঃ পরমবিনয়াদ্বন্দনবিধিঃ॥৩১॥

তোমাকে আরও কিছু উপদেশ দিতেছি; সেই কালীয়কূলে বৃন্দাদেবী তুলসী-রূপে বিরাজিত আছেন; তৃণাবর্ত্তারি কৃষ্ণের বিরহদাবানলে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ নীরস হইয়াছে, তাঁহার নবীন মঞ্জরী দেখিলে কাহার না শোকোদ্রেক হয়? তিনিই গোপীকুলের মর্ম্ম সম্যক্ বিদিত আছেন, তুমি বিনয়ী ও ভক্তিমান্ হইয়া সেই বৃন্দাদেবীকে অভিবাদন করিবে।৩১।

ইতি ক্রান্ত্বা কেকাকুলবিরুতমেকাদশ বনং,
ঘনীভূতৈঃ চূতৈর্ব্রজ মধুবনং দ্বাদশমিদম্।
পুরী যস্মিন্নাস্তে যদুকুলভুবাং নির্ম্মলযশো-
ভরাণাং ধারাভির্ধবলিতধরিত্রীপরিসরা॥৩২॥

তুমি এইপ্রকারে ময়ূরকূজিত কৃষ্ণের একাদশ কানন অতিক্রম পূর্ব্বক নিবিড় চূতপাদপাবৃত মধুবনে উপস্থিত হইও। যে যদুবংশীয়গণের যশোরাশিতে পৃথিবী শুভ্রীকৃত হইয়াছে, সেই যদুবংশগণের পুরী মধুবনে শোভমান আছে।৩২।

নিকেতৈরাকীর্ণা গিরিশগিরিভিত্তপ্রতিভটৈ-
রবষ্টম্ভস্তম্ভাবলিবিলসিতৈঃ পুষ্পিতবনা।
নিবিষ্টা কালিন্দীতটভুবি তবাধাস্যতি সখে,
সমন্তাদানন্দং মধুরজলবৃন্দা মধুপুরী॥৩৩॥

সেই মথুরায় কৈলাসগিরি সদৃশ বৃহৎ বৃহৎ বহুসংখ্য গৃহ আছে, ঐ সমস্ত গৃহ নিশ্চল প্রোথিত স্তম্ভরাজিতে বিরাজিত। উদ্যানতরুরাজি পুষ্পিত হইয়া ঐ স্থানের পরম শোভা-বিস্তার করিতেছে। তুমি সেই যমুনাকূলবর্ত্তী মধুরজলা মধুপুরী নেত্রগোচর করিলে পরম সুখ অনুভব করিবে।৩৩।

বৃষঃ শস্তোর্যস্যাং দশতি নবমেকত্র যবসং,
বিরিঞ্চেরন্যস্মিন্ গিরতি কলহংসো বিসলতাম্।
ক্বচিৎ ক্রৌঞ্চারাতেঃ কবলয়তি কেকী বিষধরং,
বিলীঢ়ে শল্লক্যা বলরিপুকরী পল্লবমিতঃ॥৩৪॥

সেই মথুরায় কোন স্থানে শিববাহন বৃষ নবীন তৃণ ভোজন করিতেছে, কোন স্থানে ব্রহ্মবাহন হংসগণ মৃণালমূল আহার করিতেছে, কোন স্থানে বা কুমারের বাহন ময়ূর বিষধরগণকে কবলিত করিতেছে, কোন স্থানে বা ইন্দ্রের বাহন গজরাজ ঐরাবত শালতরুর পল্লব ভোজন করিতেছে। ৩৪।

অধোধিষ্ঠাঃ কায়ন্ন হি বিচলিতাং প্রচ্ছদপটীং,
বিমুক্তামজ্ঞাসীঃ পথি পথি ন মুক্তাবলিমপি।
অয়ি শ্রীগোবিন্দস্মরণমদিরামত্তহৃদয়ে,
সতীত্বখ্যাতিস্তে হসতি কুলটানাং কুলমিদম্॥ ৩৫॥

"হে রাধিকে! তোমার পরিধেয় বসন যে কটি হইতে স্খলিত হইতেছে, তুমি কি জানিতে পারিতেছ না? তোমার কণ্ঠহার হইতে মুক্তাপংক্তি যে পদে পদে বিগলিত হইয়া পড়িতেছে, তাহাও কি তোমার জ্ঞান নাই? তুমি কৃষ্ণগুণানুবাদশ্রবণরূপ মদিরাতে উন্মাদিনী হইয়াছ, তোমাকে দেখিলে যে কুলটারাও হাসিবে ও তোমার সতীত্ব লইয়া উপহাস করিবে। তুমি লজ্জা ত্যাগ করিও না। ৩৫।

অসব্যং বিভ্রাণা পদমধৃতলাক্ষারসমসৌ,
প্রয়াতোঽহং মুগ্ধে বিরম মম বেশৈঃ কিমধুনা।
অমন্দাদাশঙ্কে সখি পুরপুরন্ধ্রী কলকলা-
দলিন্দাগ্রে বৃন্দাবনকুসুমধন্বা বিজয়তে॥ ৩৬॥

"হে সখি! তুমি সকল বিষয় বুঝিয়া উঠিতে পার না, তোমার দক্ষিণ চরণে লাক্ষারঞ্জন করা হইয়াছে, কিন্তু বামপদে হয় নাই, এই বেশে কোথায় গমন করিতেছ? তোমার হইয়া আমি যাইতেছি, তুমি স্থির হও, এ বেশে গমন করিলে পুরনারীরা উচ্চৈঃস্বরে হাসিবে। তুমি সে অপমানে, বিশেষতঃ মদনযন্ত্রণায় প্রাণবিসর্জ্জন করিলে কন্দর্পের আস্পর্দ্ধা বাড়িবে। ৩৬।

অয়ং লীলাপাঙ্গস্নপিতপুরবীথীপরিসরো,
নবাশোকোত্তংসশ্চলতি পুরতঃ কংসবিজয়ী।
কিমস্মানেতস্মান্মণিভবনপৃষ্ঠাদ্বিদুরতী,
ত্বমেকা শুদ্ধাক্ষী স্থগয়সি গবাক্ষাবলিমপি॥ ৩৭॥

"এই কংসনিসূদন হরি নবীন অশোকপুষ্পে অলঙ্কৃত হইয়া গমন করিতেছেন, তাঁহার অপাঙ্গবীক্ষণে পুরবীথী আনন্দরসে পরিপ্লুত হইতেছে। সখি! তুমি আমাদিগকে মণিগৃহপৃষ্ঠ হইতে দূরগামী করিয়া কি একাকীই গবাক্ষ আচ্ছাদিত করিলে? আমাদিগকে একবার দেখিতে দাও। ৩৭।

মুহুঃ শূন্যাং দৃষ্টিং বহসি রহসি ধ্যায়সি সদা,
শৃণোষি প্রত্যক্ষং নবপরিজনজ্ঞাপনশতম্।
ততঃ শঙ্কে পঙ্কেরুহমুখি যযৌ শ্যামলরুচিঃ,
মযুরামুক্তসম্ভব নয়নবীথাপথিকতাম্॥ ৩৮॥

"সখি! তুমি কেন পুনঃপুনঃ ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিতেছ? নির্জ্জনে বসিয়া কি ভাবিতেছ? তুমি আশু তোমার নবপরিজনের শুভবৃত্তান্ত শ্রবণ করিবে। হে কমলবদনি! তোমার এইপ্রকার ভাবভঙ্গী দর্শনে আমাদের অনুমান হইতেছে যে, তুমি সেই নবনীরদকান্তি যুবকবর হরিকে সাক্ষাৎ দেখিতেছ। ৩৮।

বিলজ্জং মারোদীরিহ সখি পুনর্য্যাস্যতি হরি-
স্তবাপাঙ্গক্রীড়ানিবিড়পরিচার্য্যাগ্রহণিতাম্।
ইতি স্বৈরং যস্যাং পথি পথি মুরারেরভিনব-
প্রবেশে নারীণাং রতিরভসজল্পা ববৃধিরে॥ ৩৯॥

"সখি! তুমি নির্লজ্জার ন্যায় ক্রন্দন করিও না, কৃষ্ণ আশু এই বৃন্দাবনে আসিয়া তোমার অপাঙ্গসেবা গ্রহণ করিবেন।" কৃষ্ণের প্রথম মথুরায় গমনকালে মথুরাতে পথে পথে রমণীদিগের এইপ্রকার কৌতুকশব্দ অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে শুনিতে পাইবে। হে হংস! তুমি সেই মথুরায় গমন কর। ৩৯।

সখে সাক্ষাদ্দামোদরবদনচন্দ্রাবলোকন-
স্ফুরৎ-প্রেমানন্দপ্রকরলহরীচুম্বিতধিয়ঃ।
মুহুস্তত্রাভীরীসমুদয়শিরোন্যস্তবিপদ-
স্তবাক্ষোরানন্দং বিদধতি পুরা পৌরবনিতাঃ॥ ৪০॥

সখে! মধুপুরীর নাগরী রমণীরা সর্ব্বদা হরির মুখশশী দর্শন করে; সুতরাং তাহাদের মনে অপরিসীম প্রেমানন্দ উদিত হইয়াছে; তাহারা গোপীকুলের মস্তকে বিপদ্জাল অর্পণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে সময়যাপন করিতেছে; সেই কামিনীগণকে দেখিলে তোমার বিলক্ষণ আনন্দ বোধ হইবে এবং আপনার চক্ষুর্দ্বয়কে কৃতার্থ বোধ করিবে। ৪০।

অথ ক্রামং ক্রামং ক্রমঘটনয়া সঙ্কটতরা-
ন্নিবাসান্ বৃষ্ণীনামনুসর পুরীমধ্যবসিতাম্।
মুরারাতের্যত্র স্থগিতগগনাভির্বিজয়তে,
পতাকাভিঃ সন্তর্পিতভব মন্তঃপুরবরম্॥ ৪১॥

হে হংস! নির্ম্মাণনৈপুণ্যবশে সঙ্কটতর সেই বৃষ্ণিবংশীয়গণের আবাস-নগরী যথাক্রমে লঙ্ঘন করিয়া কৃষ্ণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিও। তথায় পতাকারাজি

আকাশমণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া গৃহসমূহের শোভাবৃদ্ধি করত বিরাজমান আছে। ৪১।

বহুংসঙ্গে তুরঙ্গস্ফটিকরচিতাঃ সন্তি পরিতো,
মরালা মাণিক্যপ্রকরঘটিতত্রোটীচরণাঃ।
সুহৃদ্বুদ্ধ্যা হংসাঃ কলিতমথুরস্থাম্বুজভুবঃ,
সমর্য্যাদং যেষাং সপদি পরিচর্য্যাং বিদধতি॥ ৪২॥

মধুপুরীর অন্তঃপুরের গৃহচূড়াতে স্ফটিকময় বহুসংখ্য হংস বিদ্যমান আছে, তাহাদের চঞ্চু ও পদ মাণিক্যনির্ম্মিত, তত্রত্য জলচর হংসেরা "ব্রহ্মা আমাদের এই মথুরাতে উপস্থিত হইয়াছেন, ইহারা নিশ্চয় তাঁহার বাহন" এই বিবেচনা করিয়া ঐ কৃত্রিম মরালদিগকে সম্মান পুরঃসর যথাযথ অভ্যর্থনা করে। ৪২।

চিরান্মৃগ্যন্তীনাং পশুপরমণীনামপি কুলৈ-
রলব্ধং কালিন্দীপুলিনবিপিনে লীনমভিতঃ।
সদা লোকোল্লাসিস্মিতপরিচিতান্তং সহচরি,
স্ফুরন্তং বীক্ষিষ্যে পুনরপি কিমগ্রে মুরভিদম্॥ ৪৩॥
বিষাদং মা কার্ষীক্রুতমবিতথ ব্যাহৃতিরসৌ,
সমাগন্তা রাধে ধৃতনবশিখণ্ডস্তব সখা।
ইতি ব্রুতে যত্রাং শুকমিথুনমিন্দ্রানুজকৃতে,
যদাভীরীবৃন্দৈরুপধৃতমভূদ্বল্লবকরে॥ ৪৪॥

যে সময়ে কৃষ্ণসুহৃদ্ উদ্ধব বৃন্দাবনে সমাগত হইয়াছিলেন, সে সময়ে গোপীগণ স্ব স্ব স্মরণার্থ উদ্ধবের করে এক শুকমিথুন দিয়াছিলেন। হে খগ! তুমি শুনিতে পাইবে,সেই শুকমিথুন মথুরার পথে পথে এইপ্রকার বলিতেছে,হে সখি! গোপীকুল বহুকাল অন্বেষণ করিয়া যাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে না, যিনি কালিন্দী-সৈকতে ও নিকুঞ্জবনে লীন ছিলেন, যাঁহার বিমল আনন্দ দেখিয়া ত্রিলোকীস্থ জন-গণ মহান্ আনন্দ বোধ করে, যাঁহার উজ্জ্বলকান্তিতে ত্রিজগৎ সমুদ্ভাসিত হয়,সেই শ্রীকৃষ্ণকে পুনর্ব্বার তোমরা দেখিতে পাইবে। হে রাধে! তুমি আর বিষণ্ণ হইও না, তিনি বলিয়া গিয়াছেন, আমি অচিরে বৃন্দাবনে আসিব, তাঁহার অমোঘ বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবেনা, সেই নবশিখণ্ডবনে তোমার প্রাণপতি নিশ্চয়ই আসিবেন। ৪৩-৪৪।

ঘনশ্যামাভ্রাম্যত্যুপরি হরিহর্ম্ম্যস্য শিখিভিঃ,
কৃতস্তোত্রা মুক্তৈরগুরুরচিতা ধূমলতিকা।

তদালোকাদ্বীর স্ফুরতি তব চেন্মানসরুচি-
র্জিতং তর্হি স্বৈরং জলসহনিবাসপ্রিয়তয়া ॥ ৪৫ ॥

হে পতগ! সেই হরিপ্রাসাদের উপরে অগুরুরচিত ঘনশ্যামা ধূমলতিকা বিচরণ করিতেছে, শিখিকুল তদ্দর্শনে আপনাদের হর্ষবর্দ্ধক মেঘজ্ঞানে যথোচিত অভ্যর্থনা করিতেছে। হে বিজ্ঞ! তাহা দেখিয়া যদি তোমার মন প্রফুল্ল হয়, তবে তোমার সলিলক্রীড়ারসিকতা প্রকাশিত হইবে। ৪৫।

ততো মধ্যে কক্ষং প্রতি নবগবাক্ষস্তবকিনং,
চলন্মুক্তালম্বস্ফুরিতমমলস্তম্ভনিবহম্।
ভবান্ দ্রষ্টা হেমোল্লিখিতদশমস্কন্ধচরিতো,-
ল্লসদ্ভিত্তিপ্রান্তং মুরবিজয়িনঃ কেলিনিলয়ং ॥ ৪৬ ॥

পরে তুমি রাজপুরীর মধ্যকক্ষাতে প্রবিষ্ট হইও। তথায় কৃষ্ণের কেলিগৃহ দেখিতে পাইবে, তাহার বাতায়নপথে লম্বমান মুক্তাগুচ্ছ আন্দোলিত হইয়া মনোহারিণী শোভা সম্পাদন করিতেছে, গৃহস্তম্ভগুলি স্ফটিকময় এবং ভিত্তিতে রাবণের চরিত্র স্বর্ণাক্ষরে চিত্রিত আছে। ৪৬।

অলিন্দে যস্যান্তে মরকতময়ী যষ্টিরমলা,
শয়ালুর্যাং রাত্রৌ মদকলকলাপী কলয়তি।
নিরাতঙ্কস্তস্যাঃ শিখরমধিরুহ্য শ্রমনুদং,
প্রতীক্ষেথা ভ্রাতর্ব্বরমবসরং যাদবপতেঃ ॥ ৪৭ ॥

মধুপুরীতে শ্রীহরির কেলিগৃহের প্রকোষ্ঠে অত্যুদ্ভাসিত মরকতময় ধ্বজস্তম্ভ প্রোথিত আছে। মদমত্ত শিখিগণ রাত্রিকালে সেই স্তম্ভ আশ্রয় করিয়া নিদ্রাসুখ ভোগ করে। তুমি সেই মণিস্তম্ভে আরূঢ় হইয়া নির্ভীকমনে বিশ্রাম করিবে। হে ভ্রাতঃ! সেই সন্তাপনাশন স্তম্ভশিখরে বসিয়াই তোমাদের প্রাণপ্রিয় যাদবনাথ কখন্ কি করেন, নেত্রগোচর করিতে পাইবে। ৪৭।

নিবিষ্টঃ পর্য্যঙ্কে মৃদুলতরতূলী ধবলিতে,
ত্রিলোকীলক্ষ্মীণাং ককুদি দরসাচীকৃততনুঃ।
অমন্দং পূর্ণেন্দুপ্রতিমমুপধানং প্রমুদিতো,
নিধায়াগ্রে তস্মিন্ পৃথিতকফোণিদ্বয়ভরঃ ॥ ৪৮ ॥
উদঞ্চৎ কালিন্দীসলিলসুভগং ভাবুকরুচিঃ,
কপোলান্তঃ-প্রেঙ্খন্মণিমকরমুদ্রামধুরিমা।
বসানঃ কৌষেয়ং জিতকনকলক্ষ্মীপরিমলং,
মুকুন্দস্তে সাক্ষাৎপ্রমদসুধয়া সেক্ষ্যতি দৃশৌ ॥ ৪৯ ॥

হে খগ। তুমি দেখিতে পাইবে, হরি পর্য্যঙ্কোপরি উপবিষ্ট আছেন, মৃদুল তুলীময়ী শয্যা ত্রিলোকের শোভাকে পরাভূত করিয়াছে, পূর্ণচন্দ্রনিভ উপধান অগ্রভাগে রাখিয়া কৃষ্ণ তদুপরি কফোণিযুগল স্থাপন পূর্ব্বক আনন্দানুভব করিতেছেন, তাঁহার গণ্ডদেশে মকরাকার মনোহর কুণ্ডলযুগল লম্বমান আছে, কৌষেয় বসনের দীপ্তিতে স্বুবর্ণশোভাও পরাভূত হইয়াছে, কালিন্দী-সলিল উচ্ছ্বলিত হইলে যেরূপ চক্ষুর প্রীতি জন্মে, কৌষেয়বসনও তদ্রূপ আনন্দকর। শ্রীহরির সেই মূর্ত্তি দর্শন করিলে তোমার চক্ষুর্দ্বয় প্রমদামৃতে অভিষিক্ত হইবে। ৪৮-৪৯।

বিকদ্রুঃ পৌরাণীরখিলকুলবৃদ্ধো যদুপতে-
রদূরাদাসীনো মধুরভণিতীর্গাস্যতি সদা।
পুরস্তাদাভীরীগণভয়দনামা স কঠিনো,
মণিস্তম্ভালম্বী কুরুকুলকথাং সঙ্কলয়িতা ॥ ৫০ ॥

যদুনাথের নিকটে কুলবৃদ্ধ বিকদ্রু উপবেশনপূর্ব্বক নানাবিধ পৌরাণিক ইতিহাস মধুররবে গান করিবেন এবং যিনি গোপিকাদিগের এই বিষম ভয়প্রদান করিয়াছেন, সেই কঠিনচিত্ত অক্রূর মণিস্তম্ভ আশ্রয় করিয়া কুরুকুলপ্রসঙ্গ সবিস্তার কীর্ত্তন করিবেন। ৫০।

শিরীণামুত্তংসঃ কলিতকৃতবর্ম্মাপ্যুভয়তঃ,
প্রণেষ্যেতে বালব্যজনযুগলান্দোলনবিধিম্।
স জানুভ্যামষ্টাপদভুবনমবষ্টভ্য ভবিতা,
গুরোঃ শিষ্যো নূনং পদকমলসংবাহনরতঃ ॥ ৫১ ॥

যদুকুলতিলক সাত্যকি ও সুবিদিত কৃতবর্ম্মা এই উভয়ে যদুনাথের উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া চামর বীজন করিতেছেন এবং উদ্ধব কাঞ্চনময় পাদপীঠে জানুযুগল সংস্থাপিত করিয়া গুরুর চরণসংবাহনে নিরত আছেন। ৫১।

বিহঙ্গেন্দ্রো যুগ্মীকৃতকরসরোজো ভুবি পুরঃ,
কৃতাসঙ্গো ভাবী প্রভুবিনিনিদেশেঽর্পিতমনাঃ।
ছদদ্বন্দ্ব যস্য ধ্বনতি মথুরাব'সিবটবো,
ব্যদস্যন্তে সামস্বরজনিতমন্যোন্যকলহম্ ॥ ৫২ ॥

পক্ষীরাজ গরুড় সানুরাগ-হৃদয়ে অগ্রভাগে কৃতাঞ্জলিভাবে দণ্ডায়মান হইয়া প্রভু কখন্ কি আজ্ঞা দেন, তাহার বিতর্ক করিতেছে। যখন পক্ষিপ্রবর কোন

আদেশপালনার্থ আকাশপথে উড্ডীন হয়, তখন তাহার পক্ষযুগলের ধ্বনি শুনিয়া সামগ-বালকেরা পরস্পর শাস্ত্রচর্চ্চা বিসর্জ্জন করে। ৫২।

ন নির্ব্বক্তুং দামোদরপদকনিষ্ঠাঙ্গুলিনখ-
চ্ছ্যতীনাং লাবণ্যং ভবতি চতুরাস্যোঽপি চতুরঃ।
তথাপি শ্রীপ্রজ্ঞা স্ফুলততরলত্বাদহংমসৌ,
প্রবৃত্তা তন্মূর্ত্তি স্তববতি মহাসাহসবশে ॥ ৫৩ ॥

শ্রীহরির চরণের কনিষ্ঠাঙ্গুলীর সৌন্দর্য্য সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন করিতে ব্রহ্মাও অক্ষম, আমি নারীজাতি হইয়া কিরূপে তাহা কীর্ত্তন করিব? তথাপি নিজ বুদ্ধির চাঞ্চল্যবশতঃ শ্রীহরির অলোকসাধারণ রূপ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া এই দুঃসাহসের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি। ৫৩।

বিরাজন্তে যস্য ব্রজশিশুকুলস্তেয়বিকল-
স্বয়ম্ভূচূড়াগ্রৈর্লুলিতশিখরাঃ পাদনখরাঃ।
ক্ষণং যানালোক্য প্রকটপরমানন্দবিবশঃ,
স দেবর্ষির্মুক্তানপি তনুভৃতঃ শোচতি ভৃশম্ ॥ ৫৪ ॥

চতুরানন ব্রজশিশুগণের চৌর্য্যভয়ে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া যাঁহার চরণে প্রণত হইয়াছিলেন, সেই ব্রহ্মার চূড়াগ্রদ্বারা হরির চরণনখরসকল ছিন্নাগ্র হইয়া মনোহর শোভা বিস্তার করিতেছে, জ্ঞানিপ্রবর দেবর্ষি নারদ সেই পদনখর মুহূর্ত্তকাল দর্শন করিয়া,বিষয়ভোগে নিষ্কাম হইয়া মুক্তপুরুষগণকে ধিক্কার দিয়াছেন। ৫৪।

সরোজানাং ব্যূহঃ শ্রিয়মভিনয়ন্ যস্য পদয়ো-
র্যযৌ রাগাঢ্যানাং বিধুরমুদবাসব্রতবিধিম্।
হিমং বন্দে নীচৈরনুচিতবিধানব্যসনিনাং,
যদেষাং প্রাণান্তং দমনমনুবর্ষং প্রণয়তি ॥ ৫৫ ॥

কমলসমূহ যাঁহার পদযুগলের শোভা অপহরণ করিয়া সভয়ে সলিলে অবস্থান করিতেছে, হিম যে তাহাদিগের এই অন্যায় কার্য্যের প্রতিবিধানে প্রবৃত্ত হইয়া সমূল বিনাশার্থ তাহাদিগের উপর কণাবর্ষণ করে, তাহা যুক্তিযুক্ত; তজ্জন্য শত শত ধন্যবাদ দিয়া বন্দনা করি। ৫৫।

রুচীনামুল্লাসৈর্মরকতময়স্থূলকদলী-
কদম্বাহঙ্কারং কবলয়তি যস্যোরুযুগলম্।
যদালানস্তম্ভদ্যুতিমবলম্ব্য বলবতাং,
বলাচ্ছিন্দানং পশুপরমণীচিত্তকরিণাম্ ॥ ৫৬ ॥

হরির উরুদ্বয় স্বকীয় সুষমা দ্বারা মরকতময় স্থূলকদলী ও কদম্বের লাবণ্যাভিমানকে ধিক্কার দিয়াছে এবং গোপীকুলের বলবান্ চিত্তকরী বিশৃঙ্খল হইয়াও সেই উরুযুগলকে আলানস্তম্ভ জ্ঞানে তাহাতেই বদ্ধ রহিয়াছে। ৫৬।

সখে যস্যাভীরীনয়নসফরীজীবনবিধৌ,
নিদানং গাম্ভীর্য্যপ্রসরকলিতা নাভিসরসী।
যতঃ কল্পস্যাদৌ সকলজনকোৎপত্তিবড়ভী-
গভীরান্তঃকক্ষাধৃতভুবনমম্ভোরুহমভূৎ ॥ ৫৭ ॥

হে সখে! মধুসূদনের গভীর নাভিসরসী গোপবালাদিগের নেত্রসফরীর জীবনের প্রধান হেতু। সেই নাভিসরসী হইতে জগৎসৃষ্টির অগ্রে একটী কমল উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহার গভীর কক্ষাতে ত্রিলোক বিরাজিত রহিয়াছে, সেই নাভিপদ্ম হইতে জগদ্বিধাতা ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। ৫৭।

দ্যুতিং ধত্তে যস্য ত্রিবলিলতিকাসঙ্কটতরং,
সখে দামশ্রেণীক্ষপণরচনাভিজ্ঞমুদরম্।
যশোদা যস্যান্তঃ সুরনরভুজঙ্গৈঃ পরিবৃতং,
মুখদ্বারা বারদ্বয়মবলুলোকে ত্রিভুবনম্ ॥ ৫৮ ॥

হে সখে! তাঁহার উদর পরমশোভাময় বলিত্রয় দ্বারা সুশোভিত; উহা সতত দৃষ্টিগোচর হয় না। কাঞ্চীগুণ-যোজনার নৈপুণ্য অতি চমৎকার। যশোদা মুখ-দ্বারা সেই উদরমধ্যে সুর-নর-সর্প-ব্যাপ্ত ত্রিলোক বারদ্বয় দর্শন করিয়াছিলেন। ৫৮।

উরো যস্য স্ফারং স্ফুরতি বনমালাবলম্বিতং,
বিতন্বানং স্ত্রীজনমনসি সদ্যো মনসিজম্।
মরীচিভির্যস্মিন্বিনিবহতুল্যোপি বহতে,
সদা খদ্যোতাভাং ভুবনমধুরঃ কৌস্তুভমণিঃ ॥ ৫৯

হরির বিশাল বক্ষঃস্থলে বনমালা শোভা পাইতেছে। দেখিবামাত্র অবলাচিত্তে মদনের আবির্ভাব হয়। তাহার কিরণে সহস্র সহস্র সূর্য্যসদৃশ তেজস্বীজগদ্বিদিত কৌস্তুভমণি খদ্যোতবৎ আভা বিস্তার করিতেছে। ৫৯।

সমস্তাদুন্মীলদ্দলভিদুপলস্তম্ভযুগল-
প্রভাজৈত্রং কেশিদ্বিজদলিতকেয়ূরললিতম্।
মদক্লাম্যদ্গোপীপটলহটকণ্ঠগ্রহপরং,
ভুজদ্বন্দ্বং যস্য স্ফটসুরভিগন্ধং বিজয়তে ॥ ৬০ ॥

তাঁহার বাহুদ্বয় অখিল জগদুদ্দীপক ইন্দ্রকান্তমণির স্তম্ভদ্বয়ের প্রভাকে তিরস্কৃত করিয়াছে। তিনি অঙ্গদ্বারা কেশিনামা দৈত্যপ্রবরকে সংহার করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই ভুজদ্বয় গোপীকুলের কণ্ঠাবলম্বনে তৎপর ছিল, ইদানীং সেই বাহুদ্বয় কস্তূরী প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্যের আমোদ বিস্তার করিতেছে। ৬০।

জিহীতে সাম্রাজ্যং জগতি নবলাবণ্যলহরী,
পরিপাকস্থান্তর্মুদিতমদনাবেশমধুরম্।
নটদ্‌ভ্রূবল্লীকং স্মিতনবসুধাকেলিসদনং,
স্ফুরন্মুক্তাপঙ্‌ক্তিপ্রতিমরদনং যস্য বদনম্॥ ৬১॥

তাঁহার আনন বিশ্বসংসারে যেন একাধিপত্য লাভ করিয়াছে, দিন দিন নব নব লাবণ্য সমুদিত হওয়াতে মদনাবেশ বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয়। তৎসদৃশ চঞ্চল ভ্রূলতা আর কখনও নেত্রগোচর করি নাই। তদীয় হাস্যদর্শনে বোধ হয় যেন, নবসুধার কেলিগৃহ দন্তপঙ্‌ক্তি মুক্তাবলীর ন্যায় শোভা সম্পাদন করিতেছে। তুমি মথুরায় গেলে হরির সেই মুখ দেখিতে পাইবে। ৬১।

কিমেভির্ব্যাহারৈঃ কলয় কথয়ামি স্ফুটমহং,
সখে নিঃসন্দেহং পরিচয়পদং কেবলমিদম্।
পরানন্দো যস্মিন্নয়নপদবীভ্রাজিভাবিতা,
ত্বয়া বিজ্ঞাতব্যো মধুররব সোঽয়ং মধুরিপুঃ॥ ৬২॥

হে সখে! আর এইরূপ বহুপ্রকার বাক্যব্যয়ে আবশ্যক কি? এখন আমাদিগের যাহা বক্তব্য, বলি, অবধান কর। শ্রীহরির সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইবে, তাহা কেবল পরিচায়কমাত্র। তুমি শ্রীহরিকে দেখিলেই জানিতে পারিবে, তিনি নেত্রপথে প্রাদুর্ভূত হইলেই তোমার চিত্তে এক অনির্ব্বচনীয় হর্ষ অনুভূত হইবে।৬২।

বিলোকেথাঃ কৃষ্ণং মদকলমরালীরতিকলা,
বিমুগ্ধব্যামুগ্ধং যদি পুরবধূবিভ্রমভরৈঃ।
তদা নাস্মান্ গ্রাম্যাঃ শ্রবণপদবীং তস্য গময়েঃ,
সুধাপূর্ণং চেতঃ কথমপি ন তক্রং মৃগয়তে॥ ৬৩॥

হে খগ! তুমি হংসীর রতিকলায় বিমোহিত হইয়া রহিয়াছ, তোমাকে একটী বিষয়ে সাবধান করিয়া দিতেছি। যদি দেখ, কৃষ্ণ মথুরবাসিনীগণের বিভ্রমভরে মোহিত আছেন, তাহা হইলে আমাদিগের কোন কথা তখন তাঁহার নিকট বলিও না, তিনি সেই রসালাপে নিবৃত্ত হইয়া কখনই এই সাধারণ নারীগণের প্রসঙ্গে কর্ণপাত করিবেন না। কোন্ ব্যক্তি সুধা ত্যাগ করিয়া তক্র বাঞ্ছা করে? ৷ ৬৩।

যদা বৃন্দারণ্যাস্মরণলহরীহেতুরমণং,
পিকানাং বেবেষ্টি প্রতিহরিতমুচ্চৈঃ কুহুরুতম্।
বহন্তে বা বাতাঃ স্ফুরতি গিরিমল্লীপরিমল-
স্তদৈবাস্মাকীনাং গিরমুপহরেথা মুরভিদি॥ ৬৪॥

হে খগ! যদি কোন সময়ে পিককুল উচ্চরবে কুহুকুহু ধ্বনি করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বেষ্টিত করে কিংবা সুস্নিগ্ধ বায়ু মন্দ মন্দ বহিতে থাকে অথবা গিরিপুষ্পগন্ধ তাহাকে আমোদিত করে, এই সকল হেতুতে যদি তাঁহার হৃদয়ে বৃন্দাবন স্মরণ হয় বুঝিতে পার, তাহা হইলে তখন আমাদিগের এই দুঃসহ যাতনার কথা বর্ণন করিবে। ৬৪।

পরাতিষ্ঠন্ গোষ্ঠান্নিখিলরমণীভ্যঃ প্রিয়তয়া,
ভবান্ যস্যা গোপীরমণ বিদধে গৌরবভরম্।
সখী তস্যা বিজ্ঞাপয়তি ললিতা ধীরললিতা,
প্রণম্য শ্রীপদাম্বুজকনকপীঠীপরিসরে॥ ৬৫॥

অধুনা তোমাকে বলিয়া দিতেছি, তুমি আমাদের এই কথগুলি অবিকল বলিও, "হে গোপীকান্ত! আপনি গোষ্ঠ হইতে ফিরিয়া আসিয়া যাহাকে সমস্ত গোপরমণীগণ অপেক্ষাও অতিশয় গৌরবভরে সমাদর করিতেন, তাহার প্রিয়সখী ললিতা আপনার চরণের স্বর্ণপীঠে বিধানে প্রণাম করিয়া যাহা নিবেদন করিয়াছে, শ্রবণ কর। ৬৫।

প্রযত্নাদাবাল্যং নবকমলিনীপল্লবকুলৈ-
স্ত্বয়া ভূয়ো যস্যাঃ কৃতমহহ সংবর্দ্ধনমভূৎ।
চিরাদধোভারস্ফুরণপরমাক্রান্তজঘনা,
বভূব প্রষ্ঠৌহী মুরমথন সেয়ং কপিলিকা॥ ৬৬॥

"তুমি যাহাকে বাল্যাবধি নবকোমলকমলিনীপল্লবকুলদ্বারা অতিশয় যত্ন সহকারে পুনঃ পুনঃ সংবর্দ্ধনা করিতে, তোমার সেই প্রিয়তমা কপিলিকা এখন ভারবহন করিতেছে, স্তনভারে তাহার জঘন আক্রান্ত হইয়াছে। ৬৬।

সমীপে নীপানাং ত্রিচতুরদলা হস্তগমিতা,
ত্বয়া যা মাকন্দপ্রিয়সহচরীভাবনিয়তিঃ।
ইয়ং সা বাসন্তী গলদমলমাধ্বীকপটলী,
মিষাদগ্রে গোপীরমণ রুদতী রোদয়তি নঃ॥ ৬৭॥

তুমি কদম্বকাননের নিকটে যে বাসন্তলীতা রোপণ করিয়াছিলে, তখন তাহার তিন চারিটীমাত্র পত্র জন্মিয়াছিল, তাহার পরিমাণ একহস্তের অধিক ছিল না, অধুনা সেই মাধবীলতা মাকন্দতরুর প্রিয়সখী হইয়া নির্ম্মল মধুবর্ষণচ্ছলে রোদন করিতেছে এবং আমরাও তাহার দশা দেখিয়া রোদন না করিয়া থাকিতে পারি না। ৬৭।

প্রসূতো দেবক্যা মধুমথন যঃ কোঽপি পুরুষঃ,
স যাতো গোপালাভ্যুদয়পরমানন্দবসতিম্।
ধৃতো যো গান্ধিন্যা কঠিনজঠরে সম্প্রতি ততঃ,
সমন্তাদেবাস্তং শিবশিবগতা গোকুলকথা ॥ ৬৮ ॥

"হে মধুসূদন! দেবকী কোন একটী অলৌকিক পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন, তিনি গোপালকুলের আনন্দ ও কল্যাণবর্দ্ধনার্থ বৃন্দাবনে অবস্থিতি করিতেন, আর গান্ধিনীর কঠিন উদরে যাহার জন্ম, তাহা হইতে আমাদের সমস্ত বৃন্দাবনসুখ ধ্বংস হইল। ৬৮।

অরিষ্টেনোদ্ধূতাঃ পশুপসুদৃশো যান্তি বিপদং,
তৃণাবর্ত্তাক্রান্তো রচয়তি ভয়ং চত্বরচয়ঃ।
অমী ব্যোমীভূতা ব্রজবসতি ভূমীপরিসরা,
বহন্তে সন্তাপং মুরহর বিদূরং ত্বয়ি গতে ॥ ৬৯ ॥

"হে মধুসূদন! তুমি বৃন্দাবন বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বহুদূরে গমন করিলে গোপীগণের নানারূপ বিপদ্ উপস্থিত হইতেছে, বৃন্দাবনের চত্বরস্থান তৃণ রাশিদ্বারা আক্রান্ত হইয়া ভীষণদৃশ্য হইয়া উঠিয়াছে, নগরপ্রান্ত শূন্যময় হইয়া যাতনা প্রদান করিতেছে। ৬৯।

ত্বয়া নাগন্তব্যং কথমপি হরে গোষ্ঠমধুনা,
লতাশ্রেণী বৃন্দাবনভুবি যতোঽভূদ্বিষময়ী।
প্রসূনানাং গন্ধং মধুমথন তদা বাতনিহতং,
ভজন্ সদ্যো মূর্চ্ছাং বহতি নিবহো গোপসুদৃশাম্ ॥ ৭০ ॥

"হে কৃষ্ণ! বৃন্দাবনে লতাসকল বিষপূর্ণ হইয়াছে, যদি এই দারুণ বিপদ্‌সময়ে তুমি বৃন্দাবনে না আইস, তাহা হইলে ঐ বিষলতার পুষ্পগন্ধ বাতাসে সঞ্চালিত হইয়া গোপীগণের নাসাতে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তাহাদিগকে মূর্চ্ছাগ্রস্ত হইতে হইবে। ৭০।

কথং সঙ্গোঽস্মাভিঃ সহ সমুচিতঃ সম্প্রতি হরে,
বয়ং গ্রাম্যা নার্য্যস্ত্বমসি নৃপকন্যার্চ্চিতপদঃ।
গতঃ কালো যস্মিন্ পশুরমণীসঙ্গমকৃতে,
ভবান্ ব্যগ্রস্তস্থৌ তমসি গৃহবাটীবিটপিনি ॥ ৭১ ॥

"হে কৃষ্ণ! আমরা সাধারণ রমণী, রাজকুমারীরা তোমার চরণসেবা করিতেছে, সুতরাং এখন আমাদের সহিত তোমার আলাপ-ব্যবহার করাও অকর্ত্তব্য। কিন্তু এমন সময় গিয়াছে যে, তুমি এই সামান্য অবলাগণের সঙ্গমবাসনায় অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রিতে বনে বনে ও গৃহেও ব্যস্ত হইয়া ভ্রমণ করিতে, কোন সময়ে বৃক্ষে আরোহণ করিয়াও গোপীকুলের দর্শন-লালসায় প্রতীক্ষা করিতে। ৭১।

বয়ং ত্যক্তাঃ স্বামিন্ যদি হতবকিং দূষণমিদং,
নিসর্গঃ শ্যামানাময়মতিতরাং দুষ্পরিহরঃ।
কুহকৈস্বৈরণ্ডাবধি সহ নিবাসাৎ পরিচিতা,
বিসৃজ্যন্তে সদ্যঃ কলিননবপক্ষৈর্ব্বলিভুজঃ ॥ ৭২ ॥

"হে কৃষ্ণ! তুমি যে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছ, তাহাতে তোমার দোষ নাই, এটী শ্যামাঙ্গদিগের অপরিহার্য্য স্বভাব। দেখ, কাকেরা কোকিল-দিগকে আহারাদিদ্বারা লালন করিয়া একত্র অবস্থিতি করে, সেই কোকিল উড়িতে সমর্থ হইলেই চিরপরিচিত বায়সদিগকে ত্যাগ করিয়া অনায়াসে চলিয়া যায়। ৭২।"

অয়ং পূর্ব্বো রঙ্গঃ কিল পরিচিতো যস্য তব সা,
রসাদাখ্যাতব্যং পরিকলয় তন্নাটকমিদম্।
ময়া প্রষ্টব্যোঽসি প্রথমমিতি বৃন্দাবনপতে,
কিমাহা রাধেতি স্মরসি হত কিং বর্ণযুগলম্ ॥ ৭৩ ॥

হে বৎস! তুমি গিয়া বলিবে যে, "তুমি যাহাতে একান্ত অনুরাগী বলিয়া লোকে জানে, সেই পূর্ব্বরঙ্গস্থল বৃন্দাবনের নাটকাভিনয় স্মরণ কর। হে বৃন্দা-বনাধিপ! তোমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করি যে, 'রাধা' এই বর্ণ দুটী কি তোমার মনে আছে? ৭৩।

অয়ে কুঞ্জদ্রোণীকুহরগৃহমেধিন্ কিমধুনা,
পরোক্ষং বক্ষ্যন্তে পশুপরমণীদুর্নিয়তয়ঃ।
প্রবীণা গোপীনাং তব চরণপদ্মেঽপি যদিয়ং,
যযৌ রাধা সাধারণসমুচিতপ্রশ্নপদবীম্॥ ৭৪॥

"হে নিকুঞ্জবিহারিন্! অধুনা গোপীগণের দুর্ভাগ্যের কথা আর কি কহিব, তোমার অদর্শনে তাহারা কি ভাবে দিনপাত করিতেছে, তাহা বর্ণন করা দুঃসাধ্য। তুমি যাঁহাকে গোপললনাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অধিক আদর করিতে, তিনি অধুনা তোমার সমক্ষে সাধারণ নারীরূপে গণ্যা হইলেন। ৭৪।

ত্বয়া গোষ্ঠং গোষ্ঠীতিলক কিল চেদ্বিস্মৃতমিদং,
ন তূর্ণং ধূমোর্ণাপতিরপি বিধত্তে যদি কৃপাম্।
অহর্বৃন্দং বৃন্দাবনকুসুমপাণীপরিমলৈ-
র্দুরালোকং গোভাস্পদমিব কথং নেষ্যতি সখী॥ ৭৫॥

"হে সভাপতে! যদি বৃন্দাবনে আর না আইস এবং কৃতান্তও যদি আশু আমাদিগকে কৃপা না করেন, তাহা হইলে আমাদিগের সখী রাধা কিরূপে দিবা-রাত্রি যাপন করিবেন? বৃন্দাবনের যে পুষ্পসৌরভ সমন্তাৎ বিক্ষিপ্ত হইয়া দিন-যামিনী তাঁহার পক্ষে সুখজনক ছিল, অধুনা সুখ দূরে থাকুক, বরং তাহা অত্যন্ত যাতনা উৎপাদন করিতেছে। ৭৫।

তরঙ্গৈঃ কুর্ব্বাণাং শমনভগিনীলাঘবমসৌ,
নদীং কাঞ্চিদ্গোষ্ঠে নয়নজলপূরৈরজনয়ৎ।
ইতীবাস্যাদ্দ্বেষাদভিমতদশাপ্রার্থনময়ীং,
মুরারে বিজ্ঞপ্তিং নিশময়তি মানী ন শমনঃ॥ ৭৬॥

"রাধিকা নেত্রাশ্রুধারা গোষ্ঠে একটী নদী উৎপাদন করিয়াছেন; তাহার তরঙ্গ কালিন্দীতরঙ্গ হইতেও প্রবল; সুতরাং যমুনার অনেক লাঘব দেখা যায়। শমনরাজ এই বিবেচনায় রাধিকার 'হে যমরাজ! আমার আর ঈদৃশ অবস্থায় শরীরধারণের বাসনা নাই, আমাকে আশু স্থান দেও' এই আবেদনে কর্ণপাত করেন না। ৭৬।

কৃতা কুব্জীক্রীড়ং কিমপি তব রূপং মম সখী,
সকৃদ্দৃষ্ট্বা দূরাদহিতহিতবোধোজ্ঝিতমতিঃ।
হতা সেয়ং প্রেমানলমনুবিশন্তী সরভসং,
পতঙ্গীবাত্মানং মুরহর মুহুর্দ্দাহিতবতী॥ ৭৭॥

"প্রিয়সখী রাধিকা তোমাকে দূর হইতে দেখিয়া তুমি একান্তই কুজাতে অনুরাগী হইয়াছ, এই জ্ঞানে 'আমার প্রাণত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ ; আর জীবনধারণের আবশ্যক কি', এই স্থির করিয়া পতঙ্গীবৎ স্বীয় দেহ দগ্ধ করার ইচ্ছায় তোমার প্রেমাগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগে উদ্যত হইয়াছেন। ৭৭।

মন্না বাচ্যঃ কিংবা ত্বমিহ নিজদোষাৎ পরমসৌ,
যযৌ মন্দা বৃন্দাবনকুসুমবন্ধো বিধুরতাম্।
যদর্থং দুঃখাগ্নির্বিকশতি তমদ্যাপি হৃদয়া-
ন্ন যস্মাদ্দুর্মেধা নরমপি ভবন্তং দরয়তি ॥ ৭৮ ॥

"হে বৃন্দাবনকুসুমসুহৃদ্! এ বিষয়ে তোমাকে কিছু বলিতে পারি না, রাধিকা তাঁহার আপন দোষেই এই প্রকার কষ্টভোগ করিতেছেন ; কেন না, তিনি যাঁহার জন্য এত দুঃখানলে পতিতা হইয়াছেন, তাঁহাকে যে আজিও হৃদয় হইতে দূর করিতে পারেন না, ইহাতে তাঁহারই অসাবধানতা দৃষ্ট হইতেছে। ৭৮।

ত্রিবক্রাহো ধন্যা হৃদয়মিব তে স্বং পুরমসৌ,
সমাসাদ্য স্বৈরং যদিহ বিলসন্তী নিবসতি।
ধ্রুবং পুণ্যভ্রংশাদজনি সরলেয়ং মম সখী,
প্রবেশস্তত্রাভূৎ ক্ষণমপি যদস্যা ন সুলভঃ ॥ ৭৯ ॥

"কুব্জিকা সর্ব্বদা তোমার বক্ষঃস্থলে গৃহনির্ব্বিশেষে অবস্থিতি করিতেছে ; সুতরাং এই জগৎ-সংসারে কুব্জিকা হইতে আর সৌভাগ্যশালিনী কে আছে? আমার প্রিয়সখী রাধা নিশ্চয়ই পুণ্যভ্রষ্টা হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন ; কেন না, ক্ষণকালের নিমিত্তও তোমার স্মরণ তাঁহার পক্ষে সুলভ হইল না। ৭৯।

কিমাবিষ্টা ভূতৈঃ সপদি যদি বাক্রূরফণিনা,
ক্ষতাপস্মারেণ চ্যুতমতিরকস্মাৎ কিমপতৎ।
ইতি ব্যগ্রৈরস্যাং গুরুভিরভিতঃ কীচকরব-
শ্রবাদস্পন্দায়াং মুরহর বিকল্পা বিদধিরে ॥ ৮০ ॥

"হে মুররিপো! রাধিকা যখন বংশগর্ভজাত বায়ুশব্দ শ্রবণ করিয়া মূর্চ্ছাগত হন, তখন গুরুজনগণ ব্যস্তসমস্ত হইয়া নানাপ্রকার বিতর্ক করিতে থাকেন। কেহ বলেন, ইহার উপর কি কোন ভূতাধিষ্ঠান হইল অথবা কোন অলৌকিক

ভুজঙ্গ অক্রূরব্রূপ ধারণ করিয়া ইহাকে দংশন করিল কিংবা অপস্মাররোগে অভিভূত হইয়া সহসা ভূতলে পতিত হইল? কিছুই স্থির করা যাইতেছে না। ৮০।

নবীনেয়ং সম্প্রত্যকুশলপরীপাকলহরী,
নরীনর্ত্তি স্বৈরং মম সবচরীচিত্তকুহরে।
জগন্নেত্রশ্রেণীমধুর মথুরায়াং নিবসত-
শ্চিরাদার্ত্তা বার্ত্তামপি তব যদেষা ন লভতে॥ ৮১॥

"অধুনা আমার প্রিয়সখী রাধার চিত্তকন্দরে দিন দিন নানারূপ অমঙ্গলচিন্তা পুনঃ পুনঃ নৃত্য করিতেছে। হে ভুবনসুন্দর! তুমি বহুদিন হইতে মথুরায় অবস্থিতি করিতেছ, এ পর্য্যন্ত তোমার কোন সংবাদ রাধিকা জানিতে না পারিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। ৮১।

জনান্ সিদ্ধাদেশান্ নমতি ভজতে মান্ত্রিকগণান্,
বিধত্তে শুশ্রূষামধিকবিনয়েনৌষধবিদাম্।
ত্বদীক্ষাদীক্ষায়ৈ পরিচরতি ভক্ত্যা গিরিসুতাং,
মনীষা হি ব্যগ্রা কিমপি শুভহেতুং ন মনুতে॥ ৮২।

"অধুনা রাধা কিরূপে দিনপাত করিতেছেন, বলিতেছি। তিনি কোন সময়ে সিদ্ধক্ষেত্রস্থিত সন্ন্যাসিবর্গকে প্রণাম করিতেছেন, কখন বা মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের আরাধনা করেন, কখন বা বিনয়সহকারে ঔষধাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের শরণাগত হন, কখন বা তোমার দর্শনবাসনায় ভক্তিসহকারে ভগবতী পার্ব্বতীর আরাধনা করেন। তাঁহার চিত্ত এরূপ চঞ্চল হইয়াছে যে, তিনি কোন কর্ম্মে কিছুমাত্র মঙ্গল দেখিতে পাইতেছেন না। ৮২।

পশূনাং পাতারং ভুজগরিপুপত্রপ্রণয়িনং,
স্মরোদ্বর্দ্ধিক্রীড়ং নিবিড়ঘনসারছ্যতিহরম্
সদাভ্যর্ণে নন্দীশ্বরগিরিভুবো রঙ্গরসিকং,
ভবন্তং কংসারে ভজতি ভবদাপ্ত্যৈ মম সখী॥ ৮৩॥

"হে হরে! 'তুমি বৃন্দাবনে গোচারণ করিতে, সর্পশত্রু গরুড় তোমার বাহন ছিল; তোমার ক্রীড়াতে কাহার না কামোদ্রেক হয়? তোমার রূপে ঘন মেঘকান্তিও পরাজিত হইয়াছে।' এইরূপে আমার প্রিয়সখী রাধা নন্দীশ্বরনিকটে তোমার দর্শনার্থে নিয়ত তোমাকেই আরাধনা করিতেছেন। ৮৩।

ভবন্তং সন্তপ্তা বিদলিততমালাঙ্কুররসৈ-
র্ব্বিলিখ্য ভ্রূভঙ্গীকৃতমদনকোদণ্ডকদনম্।
নিধাস্যন্তী কণ্ঠে তব নিজভুজাবল্লরীমসৌ,
ধরণ্যামুন্মীলজ্জড়িমনিবিড়াঙ্গী বিলুঠতি ॥ ৮৪ ॥

"রাধিকা তোমার বিচ্ছেদে সন্তপ্ত হইয়া তমালরসদ্বারা ধরাতলে তোমার ভুবনমোহন মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া সেই কৃত্রিম প্রতিমার কণ্ঠে স্বীয় বাহুযুগল অর্পণ করত ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইতেছেন, তিনি এরূপ চেতনাহান হইয়াছেন যে, আলেখ্যকেও যথার্থ জ্ঞানে আলিঙ্গন করিতেছেন। ৮৪।

কদাচিন্মূঢ়েয়ং নিবিড়ভবদীয়-স্মৃতিমদা-
দমন্দাদাত্মানং কলয়তি ভবন্তং মম সখী।
তথাপ্যস্যা রাধা বিরহদহনা কল্পিতাধয়ো,
মুরারে দুঃসাধ্যা ক্ষণমপি ন রাধা বিরমতি ॥ ৮৫ ॥

"হে মুররিপো! আমার প্রিয়সহচরী রাধা সর্ব্বদা তোমার রূপ ধ্যান করিতে করিতে একেবারে অচেতন হইয়াছেন; কখন বা আপনাকেই তোমার স্বরূপ জ্ঞান করেন; তথাপিও তাঁহার চিত্ত বিরহাগ্নিতে ব্যাকুল হইয়াছে। বোধ হয় যেন, কোন রোগ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে; মুহূর্ত্তের জন্যও ঐ দুঃসাধ্য রোগের নিবৃত্তি হইতেছে না। ৮৫।

ত্বয়া সন্তাপানামুপরিমুক্তাপি রভসা-
দিদানামাপেদে তদপি তব চেষ্টাং প্রিয়সখী।
যদেষা কংসারে ভিদুরহৃদয়ং ত্বামবয়তি,
সতীনাং মূর্দ্ধন্যা ভিদুরহৃদয়াভূদনুদিনম্ ॥ ৮৬ ॥

"হে কংসনিসূদন! তুমি রাধিকাকে একান্ত দুঃখের দশায় ফেলিয়াছ, তাহাতেও আমার প্রিয়সহচরী নিরন্তর তোমার অনুসন্ধান করিতেছেন, সতী-শিরোমণি রাধা তোমাকে বজ্রসদৃশ কঠিনহৃদয় বিবেচনা করিয়া দিন দিন জীর্ণ-দেহ হইতেছেন। ৮৬।

সমক্ষং সর্ব্বেষাং বিহরসি সমাধিপ্রণয়িনা-
মিতি শ্রুত্বা নূনং গুরুতরসমাধিং কলয়তি।
তদা কংসারাতে ভজতি যমিনাং নেত্রপদবী-
মিতি ব্যক্তং সজ্জীভবতি যমমাধোচিতুমপি ॥ ৮৭ ॥

"হে কংসারে! তুমি সমাধিপরায়ণ যোগিবৃন্দের সমক্ষে বিরাজিত থাক,

আমাদিগের প্রিয়সখী রাধা এই কথা শুনিয়া দুঃসহ সমাধি অবলম্বন করিয়াছেন। ইহাও ব্যক্ত আছে যে, যমিগণ সংযম অবলম্বন করিয়া তোমার সাক্ষাৎ লাভ করে, অতএব রাধাও সংযমাচরণে প্রস্তুত আছেন। ৮৭।

মুরারে কালিন্দীসলিলদলদিন্দীবররুচে,
মুকুন্দ শ্রীবৃন্দাবনমদন বৃন্দারকমণে।
ব্রজানন্দিন্নন্দীশ্বরদয়িত নন্দাত্মজ হরে,
সদেতি ক্রন্দন্তী পরিজনশুচং কন্দলয়তি ॥ ৮৮ ॥

"হে মুররিপো! তোমার কান্তি যমুনাজলে প্রকাশিত নীলপদ্মের ন্যায়; তুমি মুক্তি প্রদান কর, তোমা হইতে বৃন্দাবনবাসিগণের আমোদবর্দ্ধন হয়, তুমি সকল-দেবপ্রধান, তুমি ব্রজবাসিদিগের আনন্দ দান কর, তোমাকে মহাদেব মিত্রস্বরূপ জ্ঞান করেন। হে হরে! তুমি নন্দভবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, এই প্রকারে আমাদিগের প্রিয়সখী রাধা তোমার গুণকীর্ত্তনপূর্ব্বক নাম স্মরণ করিয়া নিয়ত রোদন করিতে করিতে পরিবারগণের শোক বর্দ্ধিত করিতেছেন। ৮৮।

সমস্তাদুত্তপ্তস্তব বিরহদাবাগ্নিশিখয়া,
কৃতোদ্বেগঃ পঞ্চাশুগমৃগয়ুবেধব্যতিকরৈঃ।
তনুভূতঃ সদ্যস্তনুবনমিদং হাস্যতি হরে,
হঠাদদ্যশ্বো বা মম সহচরী প্রাণহরিণঃ ॥ ৮৯ ॥

"আমার সখী রাধার প্রাণরূপ মৃগ চতুর্দ্দিকে প্রজ্বলিত তোমার বিরহদাবাগ্নি-শিখায় দগ্ধবিদগ্ধ হইতেছে, তাহাতে আবার পঞ্চশররূপী ব্যাধ নিজ শরদ্বারা ত্রাসিত করিতেছেন; সুতরাং দিন দিন তাঁহার দেহ ক্ষীণ দেখা যায়; বোধ হয়, অদ্য কি কল্য সেই প্রাণমৃগ এই দেহরূপ বন পরিত্যাগ করিবে। ৮৯।

পয়োরাশিস্ফীতত্বিষি হিমকরোত্তংসমধুরে,
দধানে দৃগ্‌ভঙ্গ্যা স্মরবিজয়িরূপং মম সখী।
হরে দত্তস্বান্তা ভবতি তদিমাং কিং প্রভবতি,
স্মরো হন্তুং কিন্তু ব্যথয়তি ভবানেব কুতুক ॥ ৯০ ॥

"চন্দ্রমৌলি মহেশ্বর যখন ভ্রূভঙ্গীদ্বারা মদনবিজয়ি রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন পয়োরাশির তুল্য তদীয় শ্বেতকান্তি দেদীপ্যমান হইয়াছিল, আমার সখী রাধা মহাদেবের সেই রূপে চিত্তার্পণ করিয়াছেন ; সুতরাং মদন তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারে না, কেবল তুমিই কৌতুক দেখিবার জন্য রাধাকে নিয়ত যাতনা দিতেছ। ৯০।

ন জানীষে ভাবং পশুপরমণীনাং যদুমণে,
ন জানীমঃ কস্মাত্তদপি তব মায়া রচয়তি।
সমস্তাদধ্যাত্মং বদিহ পবনব্যাধিরলপদ্-
বলাদস্যাস্তে ন ব্যসনকুলমেব দ্বিগুণিতম্‌॥ ৯১॥

"হে যদুনাথ! তুমি গোপীগণের ভাব অবগত নহ ; কিন্তু আমরা তোমার স্বভাব বিলক্ষণ জানি ; তথাপি তোমার প্রতি আমাদের কি অকৃত্রিম অনুরাগ যে, আমরা বহুদিন ঐ মায়ায় আবদ্ধ আছি। উদ্ধব আমাদিগের চিত্তবিনোদনার্থ নানারূপ যোগশাস্ত্র বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে চিত্তের শান্তি হয় না, বরং রাধার দুঃখ দ্বিগুণ বৰ্দ্ধিত হইয়া উঠে। ৯১।

গুরোরন্তেবাসী স ভজতি যদূনাং সচিবতাং,
সখীয়ং কালিন্দী কিল ভবতি কালস্য ভগিনী।
ভবেদন্যঃ কো বা নরপতিপুরে মৎপরিচিতো,
দশামস্যাঃ শংসন্ যদুতিলক যস্ত্বামনুনয়েৎ॥ ৯২॥

"গুরুর উপযুক্ত শিষ্য উদ্ধব অধুনা যদুকুলের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, সখী যমুনা যমরাজের ভগিনী, সুতরাং তুমি ব্যতীত আর আমার পরিচিত কে আছে যে, মহারাজের সমীপে রাধিকার দুঃখ বলিয়া তাঁহাকে প্রীত করে? ৯২।

বিশীর্ণাঙ্গীমন্তর্জনবিলুঠনাদুৎকলিকয়া,
পরীতাং ভূয়স্যা সততমপরাগব্যতিকরাম্‌।
পরিধ্বস্তামোদাং বিরমিতসমস্তালিকুতুকাং,
বিধো পাদস্পর্শাদপি সুখয় রাধা কুমুদিনীম্‌॥ ৯৩॥

"বনে বনে পর্য্যটন করিতে করিতে রাধার দেহ জীর্ণ হইয়াছে। তিনি এরূপ উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন যে, তাঁহার আর সে সৌন্দর্য্য নাই, সর্ব্বপ্রকারেই তাঁহার আমোদ বিলুপ্ত হইয়াছে, সখীগণেরও কিঞ্চিন্মাত্র কৌতুক নাই, অধুনা তুমি পদার্পণ করিয়া তাঁহার আনন্দবর্দ্ধন কর। ৯৩।

বিপত্তিভ্যঃ প্রাণান্ কথমপি ভবৎসঙ্গমসুখ-
স্পৃহাধীনা শৌরে মম সহচরী রক্ষিতবতী।
অতিক্রান্তে সম্প্রত্যবধিদিবসে জীবনবিধৌ,
হতাশা নিঃশঙ্কং বিতরতি দৃশৌ তত্র মুকুলে॥ ৯৪॥

"হে শৌরে! আমার সখী রাধা তোমার সঙ্গমসুখবাসনার অনুবর্ত্তিনী হইয়া কোনরূপে এ পর্য্যন্ত জীবনধারণ করিয়া ছিলেন, অধুনা তোমার প্রত্যাগমনদিবস অতীত হওয়াতে প্রাণধারণে নিরাশ হইয়া নেত্র মুদ্রিত করিলেন, বোধ হয়, তাঁহার প্রাণত্যাগের আর বিলম্ব নাই। ৯৪।

প্রতীকারারম্ভশ্লথমতিভিরুদ্যৎপরিণতে-
র্বিমুক্তায়াং ব্যক্তস্মরকদনভাজঃ পরিজনৈঃ।
অমুঞ্চন্তী সঙ্গং কুবলয়দৃশঃ কেবলমসৌ,
বলাদস্যাঃ প্রাণানবতি ভবদাশা সহচরী॥ ৯৫॥

"রাধিকার শেষদশা উপস্থিত হওয়াতে সখীরা প্রতীকারার্থ নিরুৎসাহিত হইয়া পরিত্যাগ করিয়াছে, মদন স্পষ্টই তাঁহাকে হিংসা করিতেছেন, কেবল তোমার আশাসখী তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ না করিয়া এ যাবৎ প্রাণরক্ষা করিতেছে। ৯৫।

অয়ে রাসক্রীড়ারসিক মম সখ্যাং নবনবা,
পুরা বদ্ধা যেন প্রণয়লহরী হন্ত গহনা।
স চেন্মুক্তাপেক্ষস্ত্বমপি ধিগিমাং তূলশকলং,
যদেতস্যা নাসানিহিতমিদমদ্যাপি চলতি॥ ৯৬॥

"হে মুরারে! তুমি বৃন্দাবনে রাসকেলিকালে নানারূপ রসিকতা দেখাইয়া আমার সখী রাধিকাতে নব নব গাঢ়তর প্রণয়বন্ধন করিতে, অধুনা সেই রাধাকে ত্যাগ করিলে; রাধার নাসিকাগ্রে তূলিকাখণ্ড এখনও কাঁপিতেছে। বোধ হয়, তিনি জীবিত আছেন। এ জীবনেই বা কি প্রয়োজন? এ জীবনে ধিক্! ৯৬।

মুকুন্দ ভ্রান্তাক্ষী কিমপি যদসংকল্পিতশতং,
বিধত্তে তদ্বক্তুং জগতমনুজঃ কঃ প্রভবতি।
কদাচিৎ কল্যাণী বিলপতি যদুৎকণ্ঠিতমতি-
স্তদাখ্যামি স্বামিন্‌ গময় মকরোত্তংসপদবীম্‌॥ ৯৭॥

"হে হরে! রাধিকা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পাগলিনীর ন্যায় যে সকল অশ্রুতপূর্ব্ব বাক্য বলিতেছেন, সংসারে কে তাহা বর্ণন করিতে সমর্থ? সেই কল্যাণী রাধা উৎকণ্ঠিতা হইয়া কখন কখন যাহা বলেন, তাহা আমি তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৯৭।

অভূৎ কোঽপি প্রেমা ময়ি মুররিপোর্যঃ সখি পুরা,
পরাং ধর্ম্ম্যাপেক্ষামপি তদবলম্বান্ন গণয়েৎ।
তথেদানীং হা ধিক্‌ সমজনি তটস্থঃ স্ফুটমহং,
ভজে লজ্জাং যেন ক্ষণমপি পুনর্জীবিতুমপি॥ ৯৮॥

'সখি ললিতে! যখন কৃষ্ণ বৃন্দাবনে ছিলেন, তখন মৎপ্রতি তাঁহার কি অসাধারণ প্রেম ছিল যে, আমি পারমপবিত্র পতিব্রত্যধর্ম্মও গণনা করি নাই। অধুনা দুঃখের বিষয় এই যে, আমার সেই প্রেম গতপ্রায় হইয়াছে, আমার মুহূর্ত্তমাত্র জীবনধারণেও লজ্জা বোধ হইতেছে। আমি যে প্রাণত্যাগ করিব, তাহাতে দুঃখ নাই, কিন্তু শ্রীহরির প্রেমবিরহ ভাবিতে ভাবিতে আমার দেহ দগ্ধ হইতেছে। ৯৮।

শরীরান্মেঃপ্রেমা ত্বয়ি পরমিতি স্নেহলঘুতা,
ন জীবিষ্যামীতি প্রণয়গরিমখ্যাপনবিধিঃ।
কথং নায়াসীতি স্মরণপরিপাটীপ্রকটনং,
হরৌ সন্দেশায় প্রিয়সখি ন মে বাগবসরঃ॥ ৯৯॥

"হে সখি! আমি যে কি বলিয়া কৃষ্ণকে আমাদের এই দুঃখ নিবেদন করি, নির্ণয় করিতে পারি না। যদি বলি সখি, আমি তোমাকে একান্ত ভালবাসি, তাহা হইলে শ্রীহরি এই বিবেচনা করিবেন যে, আমার প্রতি রাধিকার কপট প্রেম। যদি বলি, তোমার অদর্শনে আমার জীবন যায়, তাহাতেও প্রণয়গৌরব একেবারে বিলুপ্ত হয়। যদি ইহাও বলি যে, তুমি কেন বৃন্দাবনে আসিতেছ না? তাহা হইলে আমরা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করি, ইহাই প্রকাশ পায়। ৯৯।

অমী কুঞ্জাঃ পূর্ব্বং অমল দধিরে কামপি মুদং,
দ্রুমালীয়ং চেতঃ সখি ন কতিশো নন্দিতবতী ।
ইদানীং পশ্যৈতে যুগপদুপতাপং বিদধতে,
প্রভৌ [illegible] জগতি ন হি কো বা বিমুখতাম্ ॥ ১০০ ॥

"হে সখি ললিতে ! যে সময়ে কৃষ্ণ আমার পক্ষে বাম ছিলেন না, তখন এই সমস্ত কুঞ্জ নানারূপে আমোদপ্রদ ছিল এবং এই তরুরাজিও বিলক্ষণ মনোরঞ্জন করিত ; কিন্তু অধুনা সকলেই আমাকে যাতনা দিতেছে, এ বিষয়ে আর দুঃখ করিয়া কি করিব ? যখন আমার ভাগ্য মন্দ হইয়াছে, কৃষ্ণ বিমুখ হইয়াছেন, তখন আর কে আমার অনুকূল হইবে ? ১০০ ।

কদা প্রেমোন্মাদীপ্তমদনমদিরাক্ষীসমুদয়াদ্-
বলাদাকর্ষন্তং মধুরমুরলীকাকলিকয়া ।
মুহুর্ব্বিভ্যচ্চিল্লীচুলুকিতকুলস্ত্রীব্রতশতং,
বিলোকেয়ং লীলামদমিলদপাঙ্গী মুরভিদম্ ॥ ১০১ ॥
ইতি শ্রীরূপগোস্বামিকৃতং হংসদূতকাব্যম্ ॥

'হে সখি ! কৃষ্ণ কি আমাকে প্রেমোন্মত্ত রমণীবৃন্দের মধ্য হইতে মধুর বেণু-নাদ করিয়া আকর্ষণ করিবেন ? যিনি ভ্রূভঙ্গী দ্বারা কুলরমণীগণের পাতিব্রত্যধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছেন, আমি কবে কৌতুকামোদে উন্মত্ত হইয়া অপাঙ্গ উন্মীলনপূর্ব্বক সেই মুরারিপুকে নেত্রগোচর করিব ? ১০১ ।"

সম্পূর্ণম্ ।

———